ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1732- 1738
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.395

মাহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কৃপা হত্যা

কিয়া মুর্মু, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper presents an analytical account of Mahatma Gandhi's philosophical and ethical perspective on one of the most debated issues in practical ethics—euthanasia. The discussion originates from the historical controversy in India surrounding Gandhi's decision in 1928, at his ashram, to end the suffering of a terminally ill calf through a painless death.

The study resolves the apparent contradiction between Gandhi's doctrine of ahimsa (non-violence) and euthanasia by arguing that the taking of life, when motivated by pure intention and selfless compassion, may be regarded as a meaningful and even the highest expression of non-violence. The paper further examines the specific conditions outlined by Gandhi for the justification of euthanasia, emphasizing incurable illness and the inability of the patient to express consent.

In addition, a comparative framework is developed between Gandhi's views and the concept of non-voluntary euthanasia as articulated by Peter Singer. The relevance of Gandhi's philosophy of seva (care) is also evaluated in the context of modern palliative care.

The study concludes that Gandhi accepted euthanasia only as an extreme and final option—applicable solely when no other possibilities of care or service remain.

Keywords: Euthanasia, Practical Ethics, Ahimsa (Non-violence), Non-voluntary Euthanasia, Palliative Care, Moral Intention

'Euthanasia' ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় বহুল চর্চিত ও বিতর্কিত বিষয়। Euthanasia শব্দটি গ্রীক শব্দ 'eu' অর্থাৎ good এবং 'tantos' অর্থাৎ death এই দুই শব্দ যুগলের সমন্বয়ে গঠিত। এই শব্দের আভিধানিক অর্থ হল- 'a gentle and easy death' অর্থাৎ, শান্ত ও সহজ মৃত্যু। Peter singer কে অনুসরণ করে বলা যায়- euthanasia হল- "the killing of those who are incurably ill and in great pain or distress , for the sake of those killed, and in order to spare them further suffering or distress,"[1] অর্থাৎ নিরাময়ের অযোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত যন্ত্রণা কাতর ব্যক্তির মঙ্গলার্থে এবং ভবিষ্যতের তীব্র যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ থেকে মুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে তার প্রাণহানি ঘটানো। Euthanasia শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল করুণা হত্যা বা সৌজন্য হত্যা বা কৃপা হত্যা, যা মৃত্যুকাঙ্খী ব্যাক্তির শান্তি পূর্ণ সহজ মৃত্যু কেই বোধিত

[1] Singer, Peter. *Practical Ethics*. 3rd ed. New York: Cambridge UP, 2011. P 157.

করে। ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করলে মহাভারতে পিতামহ ভীষ্মের ইচ্ছা মৃত্যুর বর এবং জৈন ধর্মে প্রচলিত সান্থারা (Santhara) ব্রত অনেকাংশে কৃপা হত্যা বা Euthanasia এর ধারণার অনুরুপ। মহর্ষি বেদব্যাস রচিত মহাকাব্য মহাভারতে ভীষ্ম তথা দেবব্রত তাঁর পিতা রাজা শান্তনুর নিকট হতে ইচ্ছা মৃত্যুর বর লাভ করেছিলেন। জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা মূলত যারা বৃদ্ধ ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত তারা খাদ্যগ্রহণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখার মাধ্যমে স্বেচ্ছায় মৃত্যু অভিমুখী হয়, মহাবীর অনুমোদিত এই ব্রত সান্থারা (Santhara) নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সতেরো শতকে Francis Bacon তাঁর 'Euthanasia Medica' গ্রন্থে এই Euthanasia শব্দটিকে চিকিৎসা ক্ষেত্রের বিষয় হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেন এবং তার দ্বারা এক সহজ যন্ত্রণাহীন ও শান্তিপূর্ণ মৃত্যুকে বোধিত করেছেন। Euthanasia কেবল চিকিৎসা বিষয়ক একটি বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি বর্তমানে তার পরিসর সম্প্রসারিত হয়ে আইন কানুন, নীতিবিদ্যা ইত্যাদির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে ।বর্তমানে নেদারল্যান্ড থেকে শুরু করে বিশ্বের বহু দেশে কৃপাহত্যা আইনি বৈধতা লাভ করেছে এবং ভারত বর্ষ তার ব্যতিক্রম নয়। 2018 সালে সুপ্রিম কোর্ট passive euthanasia এর বৈধতা করণ প্রসঙ্গে রায় দিতে গিয়ে 1928 সালে কৃপা হত্যা বিষয়ে জনসম্মুখে সংঘটিত এক বিতর্কের উল্লেখ করেন। এবং সেই বিতর্কের একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হলেন মহাত্মা গান্ধী। এই বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত তীব্র যন্ত্রণাতে কাতর গান্ধীজীর আশ্রমের এক বাছুর। বাছুরটির অবস্থা এতই দুর্দশা গ্রস্থ হয়ে পড়েছিল যে চিকিৎসকদের পক্ষেও তার অবস্থার উন্নতি সাধন অসম্ভবপর হয়ে পড়েছিল এমতাবস্থায় গান্ধীজী গোসেবা সংঘের পরিচালক সমিতির সঙ্গে আলোচনার পর বাছুরটির যন্ত্রণাহীনভাবে জীবনাবসানের সিদ্ধান্তে উপনীত হন । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে অনুমান করা হয় তা হল ভারতবর্ষে কৃপাহত্যা বিষয়ে প্রথম প্রকাশের সংঘটিত বিবাদ যা নথিভুক্তও আছে।[2] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গান্ধীজী কৃপাহত্যা বা ইউথেনেশিয়া শব্দটি কে ব্যবহার না করলেও অসহনীয় যন্ত্রণাতে কাতর পশু তথা মানুষের জীবন যুদ্ধ ত্যাগের বাসনার অনুমোদন প্রদান ন্যায় সঙ্গত বলে বিবেচিত হবে কি না- তাঁর এই বিষয়ক আলোচনা Euthanasia এর আলোচনার অনুরূপ।

গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃপা হত্যা:

কৃপাহত্যা বিষয়ে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে তাঁর দ্বারা রচিত চিঠিপত্র এবং প্রবন্ধ সমূহের বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে গান্ধীজীর রচিত চিঠির উল্লেখিত এক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে জলাতঙ্কের আক্রান্ত কোন সারমেয়ের ক্ষেত্রে যদি সকল রকম কার্যকরী চিকিৎসা বিফল হয়ে পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই সারমেয়ের প্রাণনাশ করা কর্তব্য বলেই বিবেচিত হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরোও উল্লেখ করেন সারমেয়ের অনুরূপ পরিস্থিতিতে যদি কোন মানব শিশু থাকতো এবং তার পরিস্থিতির উন্নতি তে কোন আশাপ্রদ চিকিৎসা না থাকতো তাহলে ওই শিশুর যন্ত্রনাময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানোও গান্ধীজীর কাছে কর্তব্য।[3]

গান্ধীজীর মতে হত্যাকাণ্ডকে ন্যায় সঙ্গত হিসেবে গণ্য করা যাবে যদি তা নিঃস্বার্থ সহানুভূতিশীল ও পরম করুণা বোধ থেকে উদ্ভূত হয়।এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী প্যারিসের এক অভিনেত্রীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। প্যারিসের ওই অভিনেত্রী তার প্রেয়সীর অনুরোধে তাকে গুলি করে হত্যা করেন কারণ তিনি আরোগ্যের সম্ভাবনা হীন

[2] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. 37. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1970. P 310-311.

[3] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. 32. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1969. P 42.

ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অসহ্যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। এক্ষেত্রে এই হত্যাকে যথোচিত কর্ম হিসেবে গণ্য করা চলে কারণ গান্ধীজীর মতে কাজের নৈতিকতা নির্ভর করে উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতার ওপর।[4]

গান্ধীজী এই প্রসঙ্গে মূলত কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্তের উল্লেখ করেছেন যেগুলি একযোগে পূরণ হলে তবে কৃপাহত্যা ন্যায়সঙ্গতভাবে অনুমোদিত হতে পারে। সেগুলি নিম্নরূপ,

1. The disease from which the patient is suffering should be incurable.
2. All concerned have despaired of the life of the patient.
3. The case should be beyond all help or service.
4. It should be impossible for the patient in question to express his or its wish.

অর্থাৎ, ব্যাধিটি যদি নিরাময়ের অযোগ্য হয় এবং চিকিৎসক যদি ব্যাধির অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে আশাহত হয়ে পড়েন। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সমস্ত সম্ভাব্য সহায়তা সেবা যদি অকার্যকর হয়ে পড়ে। এবং ব্যক্তিটি যদি তার ইচ্ছা প্রকাশ্যে অসমর্থ হয়ে পড়ে।[5]

উল্লেখিল ক্ষেত্রেই কৃপা হত্যা ন্যায়সংগত বলে গণ্য হতে পারে। অর্থাৎ বলা চলে ব্যক্তি যদি নিরাময়ের অযোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ও সম্পূর্ণরূপে অন্যের সেবার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং ন্যূনতম সেবা প্রদানেও ব্যাহত হয় প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কেবল শারীরিক নয় মানসিক সেবা অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিন্তা, উপদেশ ইত্যাদি প্রদানে অসমর্থ হয়ে পড়ে তবেই সেই ব্যক্তির আত্মহননের প্রত্যাশা ন্যায় সঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে।

অহিংসা ও কৃপা হত্যা:

গান্ধীজীর দর্শন মূলত যে দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তা হল সত্য ও অহিংসার ফলে এক্ষেত্রে প্রশ্নের উদ্ভব হয় তার অহিংসা ও Euthanasia এই দুই ধারণার মধ্যে কি দ্বন্দ্বের উদয় হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে গান্ধীজীর অহিংসা সম্পর্কে ধারণা পর্যালোচনা প্রয়োজন। গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসাকে একই মুদ্রার দুই দিক বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে সত্য হলো লক্ষ্য এবং অহিংসা হলো সত্য লাভের উপায়। বিশদভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তার দর্শনে অহিংসা মাধ্যম এবং লক্ষ্য উভয়। অহিংসার মাধ্যমে যেহেতু মানুষের মধ্যে প্রেম, সহানুভূতি ও ন্যায়বোধ গড়ে ওঠে তাই তা উপায় এবং তা লক্ষ্যও কারণ অহিংসা সাধনের দ্বারা মানুষ দেবত্বের দিকে অগ্রসর হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জৈন ও বৌদ্ধ মতের সঙ্গে গান্ধীজীর অহিংসা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বিদ্যমান। ক্রোধ বা ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে অপরকে হত্যা করা বা আঘাত করা থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ সকল প্রকার সহিংসতা থেকে বিরতি অহিংসার এই নঞর্থক দিক টিকেই কেবল গান্ধীজী গ্রহণ করেননি। তিনি অহিংসার এক সদর্থক দিকের কথাও উল্লেখ করেছেন। সদর্থক অর্থে অহিংসা ভালবাসা রূপ প্রত্যয় যা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থেকে নিঃসৃত এবং এর মাধ্যমেই ব্যক্তি সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসতে পারে তথা সম্পূর্ণ হৃদয়ে অহিংসার চর্চাতে সমর্থ্য হতে পারে। অহিংসার সমর্থক হলেও তিনি বিশ্বাস করতেন ক্ষেত্র বিশ্বাসে সহিংসতা বেছে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এই প্রসঙ্গে পূর্বের পর্বে উল্লেখিত 'জলাতঙ্কে আক্রান্ত সারমেয়, যার ক্ষেত্রে সকল রকম কার্যকরী চিকিৎসা বিফল হয়ে পড়েছে সেক্ষেত্রে ওই সারমেয়ের প্রাণনাশ করা কর্তব্য বলেই বিবেচিত', তাঁর এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা চলে। এছাড়াও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত তীব্র যন্ত্রণাতে কাতর আশ্রমের বাছুরটির জীবনাবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত ও প্যারিসের

[4] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. 32. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1969. P 477-478.

[5] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi.* Vol. 37. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1970. P 410.

অভিনেত্রীর তার প্রেয়সীর অনুরোধে তাকে গুলি করে হত্যা করার ঘটনাগুলিও উল্লেখ করা চলে। এক্ষেত্রে তিনি জীবনাবসান ঘটানো কে কর্তব্য রূপে দেখেছেন । বলা বাহুল্য বহু মানুষ তাঁর এই সিদ্ধান্তে সহিংসতার পরিচয় পেয়েছেন ও বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর মতে কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে জনমতের প্রভাব থাকলে ব্যক্তি জনমতের চাপে সঠিক ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয় এবং বিবেকবোধে যে সিদ্ধান্ত সঠিক বলে পতিত হয় তা গ্রহনেও ব্যর্থ হয়। তাঁর মতে কর্মের হিংস্রতা বা অহিংস্রতা নির্ভর করে কর্মের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় এর ওপর এবং উপরে উল্লেখিত সফল ক্ষেত্রেই যেহেতু কর্মের অভিপ্রায় ছিল মর্মাহত যন্ত্রণা মুক্তি তাই তা সহিংসতার পরিচয় হতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে তিনি এক শল্য চিকিৎসকের দৃষ্টান্তের উপস্থাপন করেছেন। শল্য চিকিৎসক যে রূপ ব্যধি গ্রস্থ ব্যক্তির যন্ত্রণাদায়ক অঙ্গটি কেটে বাদ দিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দান করেন এবং তা হিংসা রূপে বিবেচিত হয় না। অনুরূপভাবে, জীবের মঙ্গলার্থে দেহ থেকে প্রাণ বিচ্ছিন্ন করা অনিবার্য হয়ে পড়লে জীবন সংহার করা হিংসার পরিচয় নয়। এক্ষেত্রে যন্ত্রণা প্রদ অঙ্গ রূপ দেহ থেকে আত্মাকে মুক্ত করা হয়, আত্মার যন্ত্রনা লাঘবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন কোন জীবের প্রতি ক্রোধ বা স্বার্থান্বেষী উদ্দেশ্য থেকে কষ্ট দেওয়া, অমঙ্গল করা বা তার প্রাণ সংহার করাই হিংসা। অপরদিকে, স্নিগ্ধ বিচার ও বিশুদ্ধ স্বার্থহীন মনোভাব থেকে কোন জীবের শারীরিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণার্থে প্রাণ সংহার করা হতে পারে অহিংসায় শুদ্ধতম রূপ। বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট রূপে বোধগম্য করতে তাঁর এক পত্রের উল্লেখ করা চলে, একজন পিতা তার চার মাসের আরোগ্যের সম্ভাবনা হীন সন্তানের কথা জানিয়ে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে চিঠিতে লেখেন, তার সন্তানের অবস্থা সম্পর্কে চিকিৎসকরা পর্যন্ত আশাহত এবং তিনি তার সন্তানের যন্ত্রণা, পারিবারিক চাপ, আর্থিক চাপ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন এমতাবস্থায় কি করনীয়? গান্ধীজী প্রত্যুত্তরে জানান এক্ষেত্রে ওই শিশুর প্রাণনাশ ন্যায় সঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ এক্ষেত্রে পিতার উদ্বেগ মূলত নিজের কষ্ট ও আর্থিক চাপকে কেন্দ্র করে যা জীবননাশের সিদ্ধান্তের ন্যায্য কারণ হতে পারে না। [6]

তাঁর মতে, হিংসা দেহধারী জীবের এক অন্তর্নিহিত প্রয়োজন। এজন্য একজন প্রকৃত অহিংসা ব্রতী সর্বদা প্রার্থনা করেন যাতে তিনি এই দেহ বন্ধন থেকে চূড়ান্ত মুক্তি লাভ করতে পারেন। অহিংসা ব্রতী ব্যাক্তির উচিত হিংসার পরিধিকে সর্বদাই হ্রাস করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

পাশ্চাত্যের ধারণার সাথে তুলনামূলক আলোচনা:

গান্ধীজীর Euthanasia সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করে বলা যায় তা কিয়দাংশিক ভাবে পাশ্চাত্যের Non-Voluntary Euthanasia বা নিরৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য Peter Singer তাঁর Practical Ethics গ্রন্থে তিন প্রকারের Euthanasia এর উল্লেখ করেছেন। যথা-

Voluntary Euthanasia (ঐচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যু)– Peter Singer কে অনুসরণ করে বলা চলে "Voluntary Euthanasia is euthanasia carried out at the voluntary request of the person killed, who must be, when making the request, mentally competent and adequately informed."[7] অর্থাৎ সাধারণ ভাবে বলা যায়, ব্যাধিগ্রস্থ বা যন্ত্রণাকাতর ব্যক্তি যখন যন্ত্রণা লাঘবে নিজের জীবন নাশের মৌখিক বা লিখিত কামনা প্রকাশ করলে তা Voluntary Euthanasia বা ঐচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যুর অন্তর্গত রূপে গণ্য করা হয়।

---

[6] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. 38. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1970. P 66-67.

[7] Singer, Peter. *Practical Ethics*. 3rd ed. New York: Cambridge UP, 2011. P 157.

Involuntary Euthanasia (অনৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যু)– Involuntary Euthanasia বা অনৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যু ক্ষেত্রে Peter Singer অভিমত হল "|Euthanasia as involuntary when the person killed is capable of consenting to her own death but does not do so, either because she is not asked or because she is asked and chooses to go on living."[8] অর্থাৎ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি কৃপা হত্যার প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ার যোগ্য হলেও তার দিক থেকে সম্মতি আসে না, সম্ভবত দুটি কারণে, হয় তাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়নি অথবা জিজ্ঞাসা করা হলেও তিনি অসম্মতি জানিয়ে বেঁচে থাকার পক্ষে মত দিয়েছেন।

Non-voluntary Euthanasia(নিরৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু)– Non-voluntary Euthanasia বা নিরৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যু প্রসঙ্গে Peter Singer-কে অনুসরণ করে বলা চলে, "If a human being is not capable of understanding the choice between life and death, Euthanasia would be neither voluntary nor involuntary, but nonvoluntary."[9] অর্থাৎ, ব্যক্তি যখন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কার সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর সম্মতি দেওয়া বা অস্বীকার করার মতো মানসিক বা জ্ঞানগত সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে সেক্ষেত্রে রোগীর যন্ত্রণা প্রসমে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তা হবে Non-voluntary Euthanasia বা নিরৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যু।

উল্লেখ্য, গান্ধীজীর কৃপাহত্যা বিষয়ে উল্লেখিত মূল শর্ত গুলির মধ্যে দুর্দশাগ্রস্থ পরিস্থিতির দরুণ ব্যক্তির মৃত্যু কামনার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে ইচ্ছা প্রকাশের অসামর্থ্যতা এই শর্ত Non-voluntary Euthanasia বা নিরৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যুর মূল ধারণার সদৃশ। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে প্রতিবন্ধী তথা বার্ধক্যজনিত কারণে যে সকল ব্যক্তি জীবন ও মৃত্যুর ভেদ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের নিরৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যুর পাত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। আর গান্ধীজী সর্বদা জীবনকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন এবং আরোগ্যের সম্ভাবনা হীন পরিস্থিতিতেও মানবসেবা এবং পরিচর্যার উপর জোর দিয়েছেন। তাই সম্পূর্ণরূপে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গিকে নিরৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যুর সদৃশ রূপে গণ্য করা চলে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, আরোগ্যের সম্ভাবনা হীন পরিস্থিতিতেও সহানুভূতি দ্বারা সেবা প্রদান সম্ভব।

সেবা সম্পর্কিত ধারনা:

গান্ধীজী অসুস্থ বাছুরের জীবন নাশ সমর্থন করে অনুরূপ পরিস্থিতিতে মানুষের জীবননাশের কথা বললেও স্পষ্ট করে দেন যে এর বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্র অতি স্বল্প।পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য হল মানুষের শরীর পশুর তুলনায় অনেক বেশি পরিচর্যা যোগ্য এবং মানুষ নিজের ইচ্ছা প্রকাশের সমর্থ্য।[10] মানুষের ক্ষেত্রে শারীরিক যন্ত্রণার পাশাপাশি তার আত্মিক ও মানসিক দিকটিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির আরোগ্যের সম্ভাবনা না থাকলেও সহানুভূতি দ্বারা সেবা প্রদান সম্ভব। এই অকৃত্রিম ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং পরিচর্যার মাধ্যমে একজন অসহায় রোগগ্রস্থ ব্যক্তির লুপ্তপ্রায় আত্মমর্যাদা ও মানসিক শক্তির পুনরুদ্ধার ঘটানো সম্ভব। গান্ধীজী আরও উল্লেখ করেছেন এমন বহু দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গেছে যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি মুহূর্তিক বেদনা বা হতাশার বশবর্তী

[8] Singer, Peter. *Practical Ethics.* 3rd ed. New York: Cambridge UP, 2011. P 158.
[9] Singer, Peter. *Practical Ethics*. 3rd ed. New York: Cambridge UP, 2011. P 158.
[10]Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. 37. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1970. P 410.

হয়ে মৃত্যু কামনা করলেও উপযুক্ত সেবা ও পরিচর্যা লাভ করে সেই মুহূর্তিক জীবনাবশানের ইচ্ছা উপেক্ষিত হওয়ার ফলে পরে কৃতজ্ঞতাই স্বীকার করেছেন[11] ।

গান্ধীজীর পরিচর্যা ও সেবা সম্পর্কিত এই ধারণা অনেকাংশে আধুনিক palliative care (উপশমমূলক যত্ন) এর ধারণার অনুরূপ। World Health Organization (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) palliative care কে এমন একটি পদ্ধতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে, "that improves the quality of life of patient's adults and children and their families who are facing problems associated with life threatening illness. It prevents and relieves suffering through the early identification, impeccable assessment and treatment of pain and other problems, whether physical, psychosocial, or spiritual."[12] অর্থাৎ,যা প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তথা শিশুর এবং তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করে। রোগ শনাক্তকরণ, তার নিখুঁত মূল্যায়ন এবং শারীরিক তথা মানসিক বেদনা ও অন্যান্য সমস্যাগুলির চিকিৎসা পূর্বক ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির কষ্ট প্রতিরোধ এবং উপশমের প্রচেষ্টা। palliative care (উপশমমূলক যত্ন) জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে এবং মৃত্যুকে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে মনে করে, ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সহায়াতা করনের মাধ্যমে রোগের গতিপ্রকৃতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সচেষ্ট হয় এবং ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির অসুস্থতার সময় তথা মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তির শোকগ্রস্থ পরিবারকে সাহায্য করতে একটি সহায়তা ব্যবস্থা প্রদান করে। সাধারন ভাবে বলা চলে, palliative care (উপশমমূলক যত্ন) হল বেদনা গ্রস্থ দীর্ঘস্থায়ী রোগাক্রান্ত তথা মৃত্যুর পথযাত্রী ব্যক্তির পরিচর্যা ও সেবার দ্বারা শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি প্রদান এবং জীবনের প্রতি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভে সহায়তা করা। এই প্রক্রিয়া সেবা, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির মাধ্যমে মর্যাদা পূর্ণ মৃত্যুর কথা বলে। গান্ধীজীর মতে একজন ব্যক্তির মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা যদি সম্পূর্ণরূপে অন্যদের সুবিধা বা ব্যক্তির নিজের দুর্দশার কারণবশত হয় তাহলে তা হবে কর্তব্য চ্যুতি। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিচর্যা ও সেবার সুযোগ বিদ্যমান ততক্ষণ পর্যন্ত জীবন রক্ষা করাই হলো পরম কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে রচিত এক পত্রের উল্লেখ করা চলে। এক ব্যক্তি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত কুড়ি বছর বয়সী তার ভগিনীর মানসিক দুশ্চিন্তার কথা উল্লেখ করে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে চিঠিতে লেখেন- আশ্রমের বাছুর হত্যার ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তার ভগিনীর মনে প্রশ্নের উদয় হয়েছে তাহলে কি তার জীবনাবসান ঘটানো উচিত কর্ম বলে বিবেচিত হবে এবং এভাবে কর্মফল থেকে পলায়নের ফলে তা কি বিঘ্নিত হবে না ? প্রত্যুত্তরে গান্ধীজী জানান কর্মফল কোন অচল নিস্তেজ নিয়ম নয় তা জীবন্ত সদা বৃদ্ধিশীল চলমান এক বিশাল শক্তি এবং মহিলার জীবনের ইতি টানার ক্ষণিক ইচ্ছা নিজেকে পরিবারের বোঝা স্বরূপ বিবেচনা করা থেকে উদিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিবারের থেকে সেবা নেওয়া ওই মহিলার কাছে কষ্ট বা অসুবিধা রূপ পতিত হলেও তা পরিবারের কর্তব্য এবং তাদের কাছে সম্মানের। [13] পরিবার বা পরিজনদের আর্থিক বা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক চাপ কিংবা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির মানসিক কষ্ট রোগীর জীবনাবসানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কখনোই ন্যায়সঙ্গত রূপে গৃহীত হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে জীবনাবসান ঘটানো ন্যায্য বলে বিবেচিত হতে পারে না এবং সেবার পন্থা অবলম্বন করায় হবে উচিত কর্ম।

---

[11] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi.* Vol. 32. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1969. P 42.

[12] Palliative care, World Health Organization, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care, 5 August 2020.

[13] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. 38. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1970. P 108-109.

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের 'Palliative care'-এর ধারণার সাথে সাযুজ্য রেখে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, যতক্ষণ ন্যূনতম সেবা, শুশ্রূষা ও ভালোবাসার মাধ্যমে রোগীকে মানসিক প্রশান্তি দেওয়ার সুযোগ রয়েছে, ততক্ষণ জীবন রক্ষা করাই মানবধর্ম।

সিদ্ধান্ত:

কৃপাহত্যা বা Euthanasia প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি এক গভীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি যথেচ্ছভাবে কৃপাহত্যাকে সমর্থন করেননি, বরং চরমতম অহিংসা এবং নিঃস্বার্থ করুণার মাপকাঠিতে এটিকে বিচার করেছেন। গান্ধীজিকে অনুসরণ করে বলা চলে সঠিক পরিচর্যা ব্যক্তিকে মানসিক নেতিবাচকতা ত্যাগ করে জীবনের প্রতি নতুন ইচ্ছা শক্তি ও প্রত্যয় অর্জনের সহায়তা করে যা আধুনিক Palliative Care এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর মতে যতক্ষণ পর্যন্ত পরিচর্যা ও সেবার সুযোগ বিদ্যমান ততক্ষণ পর্যন্ত জীবন রক্ষা করাই হলো পরম কর্তব্য। তৎসত্ত্বেও বলা চলে বিশেষ পরিস্থিতি সাপেক্ষে এবং পূর্বে উল্লেখিত শর্তের উপস্থিতিতে অর্থাৎ, ব্যাধিটি যদি নিরাময়ের অযোগ্য হয় এবং চিকিৎসক যদি ব্যাধির অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে আশাহত হয়ে পড়েন, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সমস্ত সম্ভাব্য সহায়তা সেবা যদি অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তিটি যদি তার ইচ্ছা প্রকাশ্যে অসমর্থ হয়ে পড়ে, তবে কেবল সেই ক্ষেত্রেই গান্ধীজী কৃপা হত্যার ক্ষেত্রে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখিত এক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়- যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর আহত এক সহযোগী যোদ্ধার ক্ষেত্রে যেখানে চিকিৎসাগত সকল প্রকার সাহায্য প্রদান অসম্ভব সে ক্ষেত্রে কৃপাহত্যার প্রয়োগ ব্যতীত আর কোন পন্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর নয়।[14] তাই পরিশেষে বলা যায় গান্ধীজীর মূল বক্তব্য হলো, সকল সম্ভাব্য বিকল্প ও প্রযত্নের প্রয়োগ করে তবেই শেষ পন্থা হিসেবে কৃপা হত্যাকে গ্রহণ করা তবেই তা যথোচিত কর্ম রূপে বিবেচিত হবে। গান্ধীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের এক অনন্য মানবিক পথের সন্ধান দেয়, যা জীবনের পবিত্রতা এবং মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যু উভয়কেই পরম শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করতে শেখায়।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Singer, Peter. Practical Ethics. 3rd ed. New York: Cambridge UP, 2011.
2. Sharma, I. C. Ethical Philosophies of India. London: George Allen & Unwin, 1965.
3. Gandhi, M. K. The Collected Works of Mahatma Gandhi. Vol. 32. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1969.
4. Gandhi, M. K. The Collected Works of Mahatma Gandhi. Vol. 37. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1970.
5. Gandhi, M. K. The Collected Works of Mahatma Gandhi. Vol. 38. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1970.
6. Gandhi, M.K. Young India 1927-1928. Madras: S. Ganesan, 1935.
7. Singer, Peter. Applied Ethics. Oxford: Oxford UP, 1986.
8. Jain, Champat Rai. The Ranta-Karanda-Sravakachara. The Central Jaina Publishing House, 1917.
9. গোয়েন্দকা, জয়দয়াল। সংক্ষিপ্ত মহাভারত। গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনুবাদিত, প্রথম খণ্ড, গীতাপ্রেস, ২০১২।
10. Iyer, Raghavan N. The Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi. Oxford UP, 1973.

[14] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. 32. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1969. P 478.